ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ১০ নং আইন)

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠার বিধানকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দৰ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজন ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

*এস, আর, ও নং ২৭১-আইন/২০১০, তারিখ: ০৪ জুলাই, ২০১০ ইং দ্বারা ১৫ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি [NIB];

(২) "জেনেটিক্যালী মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও)" অর্থ আধুনিক জীবপ্রযুক্তির কৌশল অবলম্বন করিয়া জীবের বংশানুক্রমিক উপাদান পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত জীব যাহা নূতন উৎপাদ (Output) তৈরী বা নূতন কার্যাবলী সম্পাদনে সক্ষম;

(৩) "জেনেটিক্যালী মডিফাইড (জিএম) ফুড" অর্থ জীন রূপানত্দরের মাধ্যমে পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব হইতে উৎপাদিত খাদ্য;

(৪) "বোর্ড" অর্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এর পরিচালনা বোর্ড;

(৫) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৬) "বায়োএথিক্স" অর্থ যে শাখায় মূল্যবোধ, দর্শন ও জনমত এর আলোকে জীববিজ্ঞান, বিশেষত জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়;

(৭) "বায়োটেকনোলজি" অর্থ যে প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন জীবকোষ, অণুজীব বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করিয়া নূতন কোন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অণুজীব) উদ্ভাবন বা উক্ত জীব হইতে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়;

(৮) "বায়োসার্ভিলেন্স অর্থ জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) "বায়োসেফটি" অর্থ পরিবেশবান্ধব জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের নীতিমালা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৌশল ও পদ্ধতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ;

(১০) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১১) "মহাপরিচালক" অর্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এর মহাপরিচালক;

(১২) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য; এবং

(১৩) "সভাপতি" অর্থ বোর্ডের সভাপতি।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) সরকার এতদ্দ্বারা, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিল।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়

৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে ইনস্টিটিউটের শাখা কার্যালয় স্থাপন

করা যাইবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৫।(১) ইনস্টিটিউট পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা বোর্ড

৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত ১৮(আঠার) জন সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের একটি পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবেশ ও বন, সংস্থাপন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব;

(গ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর চেয়ারম্যান;

(ঘ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞান ও গবেষণা কাজে অবদান রহিয়াছে এইরূপ

৩ (তিন) জন ব্যক্তি; এবং

(জ) ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে

৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে

অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

বোর্ডের সভা

৭। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড প্রতি বৎসর অন্যূন তিনবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সভাপতি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ, সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

ইনস্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটি

৮। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, পরিচালক এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণের সমন্বয়ে ইনস্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটি গঠিত হইবে এবং এই কমিটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত ন্যাশনাল কমিটি অব বায়োসেফটি এর সাথে সমন্বয় সাধন করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী

৯। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ;

(খ) জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি;